দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

05

আশেপাশে - প্রতিদিন

আমরা প্রতীক্ষায় আছি

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

শিশুরা জাতির ভবিষ্যত। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। বই-পুস্তক, পোস্টার-লিফলেট, সভা-সেমিনারে সতত উচ্চারিত এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। আমরা আত্মপ্রসাদে আপ্লুত হই এই ভেবে যে, আমাদের উত্তর পুরুষ, আমাদের সন্তানেরা হাতে বইয়ের ব্যাগ, পানির ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে নিত্যই নামী এবং দামী কিণ্ডার গার্টেনে শিক্ষা লাভ করছে। জাতির ভবিষ্যত তো আমাদের শিশুরাই। কিন্তু আয়নার উল্টোপিঠও আছে। ৬৮ হাজার গ্রামের এই বাংলাদেশে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষিত এই আমাদের হার শতকরা কত? এদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী অদ্যাবধি নিরক্ষর আর একই পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের উত্তরপুরুষেরা—তাদের সন্তানেরা। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উচ্চকণ্ঠে সততই নিজেদের ঢাক পেটাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি?

বাংলাদেশে এখনও এমন অনেক এলাকা আছে যার আশেপাশে দু'পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত নেই।

কিছুদিন আগে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে যে গ্রামে গেলাম তার আশেপাশে কোন স্কুল নেই। ময়মনসিংহের একটি সামাজিক সংস্থা সারা (সোসাল এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট) এ গ্রামে একটি শিক্ষা কেন্দ্র খুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অক্ষরজ্ঞান দান করছেন। তাদের এ প্রচেষ্টা অবশ্যই মহৎ। কিন্তু তার পরও কথা থেকে যায়। উপরের ছবিতে একদল বালক-বালিকা চোখে সুখ স্বপ্ন নিয়ে সেই শিক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছে। দেখে পুলকিত হবার মতই ঘটনা। কিন্তু এদের সঙ্গে আলাপ করতেই পুলকের ফানুস ফেটে হতাশা গ্রাস করলো।

এদের বয়স ১২ বছরের নীচে। সবারই মোটামুটি অক্ষর পরিচয়ের পালা শেষ। আর ক'দিন পরে এই শিক্ষা কেন্দ্র হতে শিক্ষা লাভ করার এদের কিছু থাকবে না। এখন এরা আবার ফিরে যাবে আপন বৃত্তে। বুকে থাকবে জ্ঞানের পিপাসা। এই এরাই এদের উত্তর পুরুষের শিক্ষার ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে পড়বে—কারণ এরা নিজেরাই অতৃপ্ত।

এদেরই একজন ৮/৯ বছরের এক ফুটফুটে বালক, নাম সেলিম। আলাপ করছিলাম ওর সাথে। ও আমাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, আমাদের এই পড়াতো শেষ। এরপর আমরা আর পরুম না? কি করলে আমরা বড় স্কুলে পড়তে পারুম? আমি জবাব দিতে পারিনি। আছেন কি কোন কর্তৃপক্ষ যে, এই বালকের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন? আমরা সেই জবাবের প্রতীক্ষায় আছি।